ইত্তেফাক

তারিখ ... 31/3/78 ...
পৃষ্ঠা ... ... 2 ... কলাম ... 1 ... ...

234

দৈনিক ইত্তেফাক

শুক্রবার, ১৭ই চৈত্র, ১৩৮৪

পরলোকে ইব্রাহীম খাঁ

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ আর ইহজগতে নাই। ৮৪ বৎসর বয়সে গত বুধবার সকাল ১০ টা ৫০ মিঃ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে.........রাজেউন। চলতি শতকের প্রথমার্ধে যে কয়জন বাঙ্গালী মুসলিম মনীষী শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি ও সমাজহিতৈষণার দ্বারা অবিভক্ত বাংলার পশ্চাৎপদ বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ আনিতে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়াছিলেন মরহুম ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন সদালাপী, অন্তরঙ্গ ও রসপ্রিয়। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল তাহা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একাধারে শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক, রাজনীতিক ও সমাজ সেবক। ১৮৯৪ সালে টাঙ্গাইলের ভুরাপুরে তাঁহার জন্ম। টাঙ্গাইল ও কলিকাতায় শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর তিনি সরকারী আমলার চাকুরির পদ গ্রহণ না করিয়া শিক্ষা বিস্তারের মহান ব্রত গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে উদ্দেশ্য হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। টাঙ্গাইলের করটিয়া কলেজের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ। তখন বাংলা, বিহার ও আসামের মধ্যে তিনিই ছিলেন কলেজের একমাত্র মুসলমান প্রিন্সিপাল। সে কারণেই আজীবন তিনি দেশের সর্বত্র প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন। বাঙ্গালী মুসলমানদের ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো ও জাতীয় চেতনা পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য তিনি যেমন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন, ঠিক তেমনি একই উদ্দেশ্যে তিনি অসংখ্য পুস্তকও রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের সদস্য ছিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের সম্পাদনা পরিষদের অন্যতম সদস্যও ছিলেন। তাঁহার একাধিক গ্রন্থ ও লেখা স্কুল-কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্তও ছিল।

মরহুম দীর্ঘ ২২ বৎসর করটিয়া কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর অবসর গ্রহণকালে রাজনীতির সহিত যুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদে এবং ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান গণপরিষদেও নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া তিনি টাঙ্গাইল রায়ত ও মহাজন বিরোধী সমিতিসহ দেশের বহু সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন।

বলাই বাহুল্য, সেকালে কবি নজরুল ইসলামের সাহিত্য পরিমণ্ডলের মধ্যে থাকিয়াও তিনি সাহিত্য বিশেষতঃ নাটকের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সাড়া যোগাইয়াছিলেন। তাঁহার কামাল পাশা ও আনোয়ার পাশা নাটক তদানীন্তন মুসলিম তরুণদের উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। তিনি সর্বমোট ৯৫টি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে নাটক, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, রসরচনা, শিশুপাঠ্য ও অনেক শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ রহিয়াছে। তিনি নাটক রচনার জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার এবং বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ২১শে পদকে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন এমনই এক গুণী ব্যক্তি যাঁহার জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, উদার সমাজ চেতনা সমকালীন সমাজকে দারুণভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। আজ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিতে হয় যে, কবি নজরুল, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ ও অন্যান্য বাঙ্গালী মুসলিম মনীষী সে যুগে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার কণ্টকে আকীর্ণ পথের কাঁটা সরাইয়া যে পথ করিয়া দিয়াছেন, সে পথ ধরিয়াই চলিতেছে আমাদের অগ্রযাত্রা। দেশের পরলোকগত ও জীবিত জ্ঞানীগুণী ও মনীষীদের সময়ে সময়ে শুধু স্মরণই নয়, মর্যাদার উচ্চাসনেও অধিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাঁহারা দেশ ও জাতির গৌরব। তাঁহাদের সম্মান জাতিরই সম্মান। পরিশেষে মরহুম প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। পরলোকে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।